সূচের খেদ।

ওগো! দেখ, লোহাও জলে ভাসে। তোমরা হেসো না; একটুকু বিবেচনা করে, একটুকু প্রণিধান করে দেখলেই, বুঝতে পারবে যে, লোহা জলে ভাসে; এই দেখ না, স্বচক্ষে দেখ, আমরা লৌহনির্ম্মিত সূচ, আমরা জলে ভাসছি। শুধু ভাসি নাই, মাঝে মাঝে অঙ্গসঞ্চালনও আছে। তোমরা আমাদের অঙ্গসঞ্চালন দেখে মনে ক'রবে যে, আমরা স্বাধীন সচেতন; কিন্তু তা' নয়, আমরা অচেতন—পরাধীন। এই দেখ জল আমাদিগকে যে দিকে ফিরায় আমরা সেই দিকে ফিরি, আমাদের নিজের কোন শক্তি নাই, কেননা আমরা অচেতন ও জলের অধীন। তোমরা বলবে যে, তাহলে আমরা ত সুখী; যাকে নিজে কোন কাজ ক'রতে হয় না, সে সুখী নয় ত আবার কে সুখী? তা' বটে, কিন্তু ওই টুকুই আমাদের কষ্ট। দেখ, যদি তোমার আদেশ মত কেহ তোমার কাজ সমাধা করে, তা হলেই সুখ; আর যদি তোমাকেই অন্যের ইচ্ছামত উঠতে হয় বসতে হয়, তা'হলে কি তোমার কষ্ট হয় না? জল আমাকে বললে, পূব দিকে মুখ কর। আমি ব'ল্লাম আমি পারি না, জল অমনি মুখ ধ'রে ফিরিয়ে দিল; আবার তার ইচ্ছামত যেমন ছিলাম সেই দিকে নিয়ে এলো। জলের অঙ্গটা না হয় কোমল ব'লে মুখ টিপে ধরাতে মুখে লাগল না, তা ব'লে কি আর মনে লাগল না? আর দেখ, আমরা অচেতন বস্তু; আমাদের ইচ্ছা (বা ধর্ম্ম যাই বল) যে, হয় একঠাঁই চুপ ক'রে বসে থাকি, আর নয় ত একবারে অনবরত চলতে থাকি; কিন্তু এই জল আমাদিগকে নিয়ে একবার এদিক একবার ওদিক করে, এতে কি আমাদের রাগ হয় না?—না দুঃখ হয় না? আজ বড় দুঃখ হ'ল বলেই তোমাদিগকে ডাকলাম; জান ত দুঃখটা পাঁচ জনের কাছে ব'ললে অনেকটা কমে।

দেখ আমাদের বড় ভাবনা হয়েছে। তোমরা বলবে যে, কত বড় বড় 'বএয়া' নির্ব্বিঘ্নে জলে ভাসছে, তাদের ভাবনা নাই, আর তোমরা এই ক্ষুদ্রপ্রাণ

স্থচ তোমাদের এত ভাবনা কেন ? কিন্তু দেখ বএয়ারা অন্তঃসার শূন্য, তাদের ভাবনা না হলেও না হ'তে পারে, আর লোকে যে আমাদিগকে সসার বলে ! তাইতে আমাদের এত ভাবনা। আচ্ছা তোমরা ব'লে দিতে পার, কি ক'রে আমাদের এ ভাবনা দূর হ'তে পারে ? তোমরা নিজেরা যদি পার ত' ব'লে দাও. যেন আর কারও কাছে যুক্তি নিতে যেও না ; কেননা সকলে জানে যে, স্থচ বড় বুদ্ধিমান্, সকল রকম শিল্প কার্য্যে সুপটু ; তোমরা তাদের কাছে আমাদের দুর্দ্দশা ব'ল্লে, তারা হয় তো ঘৃণা ক'রবে ; অপমানের কথা যত লুকান থাকে ততই ভাল।

ওগো ! আগে ভেবে দেখি এস. কেন আমরা জলে ভাসি। নিরেট লোহা কি জলে ভাসে ! কই না। কখন ত কেউ দেখে নাই। তবে কি জগৎ নূতন হ'ল ? তাওত নয়। যেমন পূব দিকে সূর্য্য উঠত, তেমনি ত এখনও উঠছে, যেমন পশ্চিমে ডুবত' তেমনি ত এখনও ডুবছে। সেই চাঁদ পনর দিন বাড়ছে, পনর দিন কমছে, সবই ঠিক, কেবল লোহার জন্যে তবে কি নূতন নিয়ম হ'বে ?—অসম্ভব। ওহে আমাদেরই ভুল ; লোহার গুণেও কোন ব্যত্যয় হয় নাই, আর জলেরও কিছু পরাক্রম বাড়ে নাই, যত দোষ আমাদের এই স্থচ-হওনের বা স্থচত্ব প্রাপ্তির। হায় হায় কেন আমরা স্থচ হইলাম ? রে পোড়া বিধি ! কেন আমাদিগকে স্থচ ক'রে লোহা নামে কলঙ্ক রটালি ? এই আমাদের লৌহ বংশের কুড়ুল কোদালেরা পুকুর কেটে রেখে গেল ; আর জল কিনা তায় অধিকার করে বসলেন। স্বীকার করি, তাঁরা জল রাখবেন বলেই পুকুর কেটেছিলেন, তা বলে কি তাঁদের ধারণা ছিল যে, এই জল তাঁদের সন্তানসন্ততি এই স্থচগণকে এমন ক'রে ভাসাতে পারবে ? যা'হোক দেখি আগে, কি বলে জল আমাদিকে ভাসিয়ে রেখেছে। প্রথমতঃ জলের আণবিক আকর্ষণ (Molecular attraction), সে ত বিপ্রকর্ষণের (Molecular repulsion) সমান, তা না হ'লে জল তরল হবে কেন ? তবে এ বিষয়ে চিন্তা নাই। দ্বিতীয়তঃ জলের সংহতি (Cohesion), সেও ত অতি অল্প—না না অল্প নয়, আমরা যে অতি অল্প, তাই সে অল্প আমাদের কাছে বেশী ; এইটুকু এখন বিবেচ্য। তারপর তৃতীয়তঃ জলের উর্দ্ধচাপ (Pressure upwards), তা আমাদেরও তেমন অধোচাপ বা গুরুত্ব আছে।

হ'তে কিছু হয় না, কেননা আমরা অচেতন। তোমরা মনে করবে অচেতনের আবার অনুভব শক্তি কি? আছে, বেদনানুভব শক্তি যথেষ্ট আছে; তোমরা বুঝবে না। তোমাদের বেদনা না হয় কান্নায় বুঝা যায় কিন্তু যারা বোবা? তাদের চোখের জলে? আচ্ছা যদি তা কারও না থাকে? তবে অঙ্গ-সঞ্চালনে বুঝবে ত? বেশ, সেইটীও যদি কারও না থাকে, তবে বল দেখি ব্যথিতকে কি করে চিনবে? আমাদের ওসব কিছু নাই ব'লে, মনে কর এরা বেদনা বোঝে না, কিন্তু আমরা বুঝি।

ওগো! দেখ এক বুদ্ধি আছে! তোমরা দয়া করে আমাদের দুটী সূচকে দুটী তড়িৎকুণ্ডের সহিত সংযুক্ত করে দিতে পার? তা'হলে জলকে বায়ু করে দিই। তা দেবে কি?

TARAPADA DATTA.
Firstyear Class.